MAY 09 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...

বেসরকারী শিক্ষকদের ১০ ভাগ বেতন বাজেটে আসছে না

শরিফুজ্জামান পিন্টু

আসন্ন জাতীয় বাজেটে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের শতকরা ১০ ভাগ প্রদানের ঘোষণা আসছে না। তবে অবসর ভাতা প্রদানের জন্য প্রবিধান প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। নির্বাচনী

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

বেসরকারী শিক্ষকদের

(প্রথম পাতার পর)

ওয়াদা অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ১০ ভাগ বেতন দেয়ার কথা থাকলেও অর্থ মন্ত্রণালয় প্রায় দুই শ' কোটি টাকার নতুন বোঝা গ্রহণে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছে। আগামী দু'-এক বছর পর সুযোগ ও সুবিধামতো কোন এক সময়ে এই ১০ ভাগ প্রদানের ঘোষণা দেয়া হবে বলে জানা গেছে। এদিকে মঙ্গলবার কল্যাণ ট্রাস্টের এক সভায় মৃত শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রাপ্য চেকের অর্থ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

জানা যায়, সরকার সমর্থক বেসরকারী শিক্ষক সংগঠনগুলো এই মুহূর্তে শতকরা ১০ ভাগের চেয়ে অবসর ভাতা প্রদানের প্রবিধান তৈরি এবং এই ভাতা চালুর ব্যাপারে বেশি আন্তরিক। যে কারণে অবসর ভাতা প্রদানের প্রবিধান না থাকলেও গত ২৪ জানুয়ারি ২০০১ প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে জোড়াতালির মাধ্যমে তড়িঘড়ি করে পাঁচ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীর হাতে অবসর ভাতা প্রদান কর্মসূচী উদ্বোধন করানো হয়। তখন থেকে সরকার সমর্থক শিক্ষক সংগঠনগুলো অবসর ভাতা চালুর জন্য বিশেষ জোর দিচ্ছে। শতকরা ১০ ভাগের ব্যাপারে তাদের দাবি থাকলেও তা কম জোরালো বলে মনে করছেন সাধারণ শিক্ষক-কর্মচারীরা। এদিকে সরকারবিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলো চায় অবসর ভাতার পাশাপাশি শতকরা ১০ ভাগ প্রদানের ঘোষণা আসন্ন বাজেট থেকে কার্যকর করা।

বেসরকারী শিক্ষকরা এখন শতকরা ৯০ ভাগ বেতন পান। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রায় দু'মাস লাগাতার ধর্মঘট কর্মসূচী পালনের ফল হিসাবে তাঁরা শতকরা ৮০ ভাগ থেকে ৯০ ভাগ বেতন পাওয়া শুরু করেন। এর পর বিএনপি সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল ক্ষমতায় গেলে বাকি ১০ ভাগ প্রদান করা হবে। দেশের সাধারণ শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রত্যাশা- আসন্ন বাজেটে এই ঘোষণা আসবে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, এই বাজেটে ১০ ভাগ প্রদানের কোন সম্ভাবনা নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় চাইলেও অর্থ মন্ত্রণালয় এই মুহূর্তে প্রায় দুই শ' কোটি টাকার বোঝা বহনে রাজি নয়। এটা বুঝতে পেরে সরকার সমর্থক শিক্ষক সংগঠনগুলো চাচ্ছে অন্তত অবসর ভাতা প্রদান চালু হলেও সাধারণ শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছে মুখ রক্ষা হবে। যেহেতু ১৯৯৫ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার অবসর ভাতা চালুর উদ্যোগ নিয়েছিল এবং এই খাতে দু'দফায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ২৯ কোটি টাকা প্রদান করেন, সেহেতু সরকারকে বুঝিয়ে এই ভাতা চালু করাটাই তাদের লক্ষ্য। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর অবসর ভাতা প্রদানের জন্য পূর্বের ২৯ কোটি টাকা যা সুদাসলে প্রায় ৪০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, তা আলাদা এ্যাকাউন্টে কল্যাণ ট্রাস্টের নামে রাখা হয়েছে। এই ভাতা প্রদান চালু সম্পর্কে গত মঙ্গলবার শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। জোটের প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর এম. শরীফুল ইসলামের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান, মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, অধ্যক্ষ রাজিয়া হোসাইন, অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেন, মাওলানা আব্দুল লতিফ, শফিকুল আলম প্রমুখ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য ধীরে ধীরে দূর করা হবে এবং শতকরা ১০ ভাগ প্রদান এবং অবসর ভাতা চালুর ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

এদিকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের এক আলোচনাসভায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আসন্ন জাতীয় বাজেটে শতকরা ১০ ভাগ প্রদান ও অবসর ভাতা প্রদানসহ শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যা সমাধানের দাবি জানানো হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

এদিকে বুধবার বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের এক সভায় মৃত শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রাপ্য অর্থের চেক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সভায় শিক্ষকদের কল্যাণে হাউজিং, প্রশিক্ষণসহ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়। কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়মিত অগ্রগতি ও কর্মকাণ্ড শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়মিত অবহিত করার জন্য একটি সাময়িকী প্রকাশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রথম দফায় ১২ হাজার চেক বিতরণের প্রস্তুতি সম্পর্কে সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে এসব চেক শিক্ষকদের স্থায়ী ঠিকানা বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় ডাকযোগে পৌঁছে যাবে বলে সদস্য সচিব আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শিক্ষা সচিব শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে এই সভায় শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি প্রফেসর আব্দুর রশীদ, কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম, সদস্য অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান, মাওলানা এমএ লতিফ, শফিকুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।